মহেশপুরে শ্বশুরের কুড়ালের আঘাতে জামাই নিহত, গ্রেপ্তার শ্বশুর

ঝিনাইদহের মহেশপুরে পারিবারিক কলহের জেরে শ্বশুরের কুড়ালের আঘাতে আব্দুর রহমান নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বশুর তরিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (২০ অক্টোবর) ভোররাতে উপজেলার বলিভদ্রপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুর রহমান পাশের কালীগঞ্জ উপজেলার কারী গোলাম রহমানের ছেলে। অভিযুক্ত তরিকুল ইসলাম বলিভদ্রপুর গ্রামের গাজীয়ার রহমানের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আব্দুর রহমান গতকাল সোমবার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে আসেন। বেশ কিছুদিন ধরে শ্বশুর ও জামাইয়ের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। এর জের ধরে মঙ্গলবার ভোররাতে তরিকুল ইসলাম ক্ষিপ্ত হয়ে ধারালো কুড়াল দিয়ে আব্দুর রহমানকে আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভোররাতে বাড়িতে চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। পরে তাঁরা অভিযুক্ত তরিকুল ইসলামকে আটক করে পুলিশে খবর দেন।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমরান হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হত্যায় ব্যবহৃত কুড়ালটিও জব্দ করা হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অংশ নিতে আইনগত বাধা নেই

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের অংশগ্রহণে আইনগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান।

তিনি বলেন, আগে যেভাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষকেরা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিতেন, এখনো সেভাবেই অংশ নিতে পারবেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে এ বিষয়ে সরকারের ওপর আস্থা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

সোমবার (১৯ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) নতুন ভবন উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন আইনমন্ত্রী।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেনের পদত্যাগের বিষয়ে সরকারের অবস্থান জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, কেউ সাধারণ মানুষের প্রত্যাশার পরিপন্থী কোনো কাজ করে থাকলে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এ ক্ষেত্রে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

সার ডিলার নিয়োগসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, যথাযথ নিয়ম মেনেই সার ডিলার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান, জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন, পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান (পিপিএম-সেবা), জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি মো. আব্দুল মজিদসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান ও রাজনৈতিক দলের নেতারা।

এর আগে সকালে আইনমন্ত্রী ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ

নেন। সভায় জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

১৮ বছরেও বেতন-ভাতা পাননি ল্যাব সহকারী

দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে ধারদেনা করতে হচ্ছে চাঁদ আলী খানকে। ঋণের বোঝা আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে তাঁর।

সরকারি প্রকল্পের আওতায় নিয়োগ পেয়ে ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার বলরামপুর দাখিল মাদ্রাসায় কাজ করলেও দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন এই ল্যাব সহকারী।

চাঁদ আলী খান ঝিনাইদহ শহরের ক্যাডেট কলেজ পাড়ার বাসিন্দা। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেও বেতন-ভাতা না পাওয়ায় সংসারের খরচ মেটাতে তাঁকে ধারদেনা করতে হচ্ছে। এতে দিন দিন ঋণের বোঝা বাড়ছে। দুই মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তিনি।

চাঁদ আলী খান জানান, ‘১০০টি নির্বাচিত মাদ্রাসায় দাখিল ভোকেশনাল কোর্স প্রবর্তন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বলরামপুর দাখিল মাদ্রাসায় ল্যাব সহকারী পদে নিয়োগ পান তিনি। এ জন্য ২০০৪ সালের ৬ অক্টোবর পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। পরে ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ঢাকায় নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় নিয়োগ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ২০০৬ সালের ১২ ডিসেম্বর তাঁকে নিয়োগের সুপারিশপত্র পাঠানো হয়। এরপর ২০০৮ সালে তিনি ওই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন।

তিনি আরও জানান, প্রকল্পের আওতায় সরকারি অর্থায়নে ভবন ও বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। তবে দীর্ঘদিন চাকরি করেও তিনি এমপিওভুক্ত হতে পারেননি। তাঁর দাবি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি বিধি অনুযায়ী এমপিওভুক্তির মাধ্যমে বেতন-ভাতা দেওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও তা কার্যকর হয়নি।

চাঁদ আলী খানের অভিযোগ, এ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে যোগাযোগ করেও কোনো প্রতিকার পাননি। দীর্ঘদিন বেতন-ভাতা না পাওয়ায় সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে তাঁকে ঋণ করতে হচ্ছে। সেই ঋণ পরিশোধেরও নির্ভরযোগ্য কোনো উপায় নেই।

চাঁদ আলী খান বলেন, “দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে চাকরি করেও বেতন-ভাতা পাচ্ছি না। দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাতে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে ধারদেনা করে সংসারের খরচ চালাতে হচ্ছে। ঋণের বোঝা দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু তা পরিশোধের কোনো উপায় নেই। সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকি। এত বছর দায়িত্ব পালন করেও যদি বেতন না পাই, তাহলে পরিবার নিয়ে কীভাবে বাঁচব? সরকারের কাছে আকুল আবেদন, আমাদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করে পরিবার নিয়ে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দেওয়া হোক।”

এ বিষয়ে বলরামপুর দাখিল মাদ্রাসার সুপার রেজাউল ইসলাম বলেন, “এটি ২০০৪ সালে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের সময় বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নেওয়া একটি প্রকল্প ছিল। পরে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রকল্পটি আর আলোর মুখ দেখেনি। ওই প্রকল্পের আওতায় নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরা সবাই মানবেতর জীবন যাপন করছেন। বিষয়টির সুরাহা হওয়া জরুরি।”

অপরাধ করে ছাড় পাওয়ার সুযোগ নেই, বিচার হবেই

অপরাধ করে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ এ দেশে নেই। আইন অনুযায়ী অপরাধীর বিচার হবেই হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন-৬ (এসআরবি-৬) খুলনার অধিনায়ক (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিস্তার আহমেদ।

আজ রবিবার সকালে ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় কালী মন্দির পূজামন্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শারদীয় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আজ সকালে ঝিনাইদহে পৌঁছান তিনি। পূজা উৎসবস্থল পরিদর্শনকালে মন্ডপের নিরাপত্তাব্যবস্থা ও স্থানীয় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

পরবর্তীকালে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে খুলনা বিভাগের পূজা মন্ডপগুলোর নিরাপত্তার বিবরণ তুলে ধরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিস্তার আহমেদ বলেন, ‘খুলনা বিভাগের প্রতিটি পূজা মন্ডপে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গোয়েন্দা নজরদারির পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে।’

তিনি আরও জানান, নিরাপত্তা বলয় জোরদার করার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার পূজা মন্ডপ গুলোতে বাড়তি সতর্কতা ও নজরদারি নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে না পারে।

এ সময় তার সাথে ঝিনাইদহ এসআরবি কর্মকর্তাবৃন্দ ও পূজা মন্দিরের সনাতনী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে জেলা জামায়াতের মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

বিসিআইসি সারের ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি দলীয়করণ সর্বত্র দুর্নীতি, চাঁদাবাজি-দখলবাজি, তেল গ্যাস ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সার সংকটের প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে ঝিনাইদহ পায়রা চত্বর মোড়ে ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতে ইসলামের আয়জনে এ মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়।

ঝিনাইদহ জেলা জায়াতের নায়েবে আমীর মো: আব্দুল আলীমের সভাতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর আলী আজম মোহাম্মদ আবু

বকর।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-৩ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য মাও: আবু তালেব, সেক্রেটারী জেনারেল আওয়াল সহ সেক্রেটারী মাও: আব্দুল হাই, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার আমীর ড. হাবিবুর রহমান প্রমূখ।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মো. আবু বকর বলেন, কৃত্রিম সারসংকট তৈরি করে সাধারণ কৃষকদের জিম্মি করার উদ্দেশ্যে ঝিনাইদহে সারের ডিলার নিয়োগে নজিরবিহীন দুর্নীতি ও ব্যাপক দলীয়করণ করা হয়েছে।

ফ্যাসিবাদী আমলের ডিলারদের কারণে কৃষকেরা এমনিতেই দিশেহারা। দেশ ও জনগণের এই সংকটে জামায়াতে ইসলামী সব ধরনের অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে আপসহীন প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি অনবিলম্বে বিতর্কিত সার-বীজ মনিটরিং কমিটি পুনর্গঠন এবং দলীয় বিবেচনায় দেওয়া সব ডিলারশিপ বাতিল করে স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নতুন করে ডিলারশিপ নিয়োগের দাবি জানান।

সমাবেশে জেলা প্রশাসক মো. নোমান হোসেন প্রিন্সের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল হাই জেলা প্রশাসককে উদ্দেশ করে তিনি বলেন,ঝিনাইদহের ডিসি সাহেব, আপনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়কে দুর্নীতির খুঁটি বানিয়ে বসে আছেন! যদি সঠিকভাবে নিজের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, তবে স্পষ্ট করে বলুন আপনি পুরুষ নন, আপনি মহিলা! আর তা-ও যদি না হন, তবে আপনি হিজড়া! আমরা আপনার জন্য দুই জোড়া চুড়ি কিনে পাঠিয়ে দিচ্ছি! দায়িত্ব পালন করতে না পারলে হাতে চুড়ি পরে বসে থাকুন’।

সমাবেশে জেলা পরিষদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বক্তারা। তাঁদের অভিযোগ, জেলা পরিষদের নতুন সার্ভেয়ার হানিফসহ মোট সাতজনের নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে। হানিফের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে পরদিন তা জমা নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। এ ছাড়া নিয়োগের বিনিময়ে ২০ লাখ টাকা লেনদেনের অভিযোগও উত্থাপন করা হয়। এসব অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত করে সত্যতা যাচাই এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান বক্তারা।

একই সঙ্গে হানিফসহ সাতজনের নিয়োগ বাতিল করে স্বচ্ছতা, যোগ্যতা ও যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আহ্বান জানান তাঁরা। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে বসে অবৈধ অর্থের ভাগাভাগি করেণ বলেও দাবি করেণ বক্তারা। এই ঘুষখোর পক্ষপাতকারী জেলা প্রশাসকের প্রত্যাহার চান তারা।

সমাবেশ থেকে আগামী ৩১ মার্চে ১১ দলের লংমার্চ কর্মসূচি সফল করতে সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান নেতারা ।

কোটচাঁদপুরে বাড়িতে চুরি, নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার নারানবাড়ীয়া গ্রামে গভীর রাতে একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরেরা বাড়ির ওয়ারড্রপের ড্রয়ার ভেঙে নগদ ১ লাখ ৬০ হাজার টাকা ও এক ভরি ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন নিয়ে গেছে।

চুরি হওয়া মালামালের আনুমানিক মূল্য তিন লাখ টাকার বেশি বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী। গত রাতে নারানবাড়ীয়া গ্রামের বাসিন্দা নাহিদ বিশ্বাসের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, রাতের খাবার শেষে বাড়ির মালিক নাহিদ বিশ্বাসসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ঘুমিয়ে পড়েন। গভীর রাতে চোরেরা কৌশলে বাড়িতে প্রবেশ করে। পরে ওয়ারড্রপের দুটি ড্রয়ার ভেঙে ভেতরে থাকা নগদ টাকা ও স্বর্ণের চেইন নিয়ে পালিয়ে যায়।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ড্রয়ার দুটি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চুরির বিষয়টি জানতে পারেন।

ভুক্তভোগী নাহিদ বিশ্বাস জানান, চোরেরা তাঁদের কষ্টার্জিত নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার নিয়ে গেছে। এতে তাঁদের তিন লাখ টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)

মেহেদী হাসান বলেন, “ভুক্তভোগী অভিযোগ দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

মহেশপুরে অনলাইন জুয়া! বাবা- ছেলে গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলায় অনলাইন জুয়া পরিচালনার অভিযোগে বাবা ও ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছে ঝিনাইদহ গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। এসময় জুয়া খেলায় ব্যবহৃত ৮টি কম্পিউটারসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় জড়িত অপর একজন পালিয়ে যান।

গতকাল (শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর) রাত ২টার দিকে উপজেলার পদ্মপুকুর পশ্চিম পাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত দু’জন হলেন পদ্মপুকুর পশ্চিম পাড়া গ্রামের ফাতেউল আলম ও তার ছেলে আকাশ রহমান।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পদ্মপুকুর পশ্চিম পাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে বসে অনলাইনে জুয়া পরিচালনা করা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল দিবাগত রাতে ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানকালে অনলাইন জুয়া পরিচালনা অবস্থায় ফাতেউল আলম ও তার ছেলে আকাশ রহমানকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

তবে এসময় পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে তার আরও এক ছেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলেও জানানো হয়।

পরে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ জুয়া খেলায় ব্যবহৃত ৮টি কম্পিউটার মনিটর, ৮টি সিপিইউ, ২টি ইউপিএস এবং দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ঝিনাইদহ ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে অভিযুক্তরা গোপনে অনলাইনে অবৈধ জুয়ার কারবার চালিয়ে আসছিলেন।

এ ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মহেশপুর থানায় মামলা দায়েরের

বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পালিয়ে যাওয়া অপর আসামিকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানায় পুলিশ।

ঝিনাইদহে মঞ্চস্থ হলো লেটোযাত্রা ‘স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া’

নজরুল বর্ষ উপলক্ষে ঝিনাইদহে মঞ্চস্থ হয়েছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত লেটো যাত্রাপালা ‘স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া’।

শুক্রবার (১৬অক্টোবর) রাতে শহরের প্রান্তিক পার্ক মিলনায়তনে অংকুর নাট্য একাডেমির আয়োজনে এ যাত্রা পরিবেশিত হয়।

অংকুর নাট্য একাডেমির সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস ও ফারুক হোসেনের নির্দেশনায় এতে ১৫ জন নিয়মিত শিল্পী অভিনয় করেন নজরুলের রচিত লেটো যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয় বাংলার লোকজ সংস্কৃতি ও নাট্য ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শহরের বিভিন্ন এলাকার নানা শ্রেনী পেশার মানুষ উপভোগ করেন এই পরিবেশনা।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ আয়োজন বলে জানান আয়োজকরা। সেসময় উপস্থিত ছিলেন অংকুর নাট্য একাডেমীর সভাপতি আহসান হাবীব রনক, শিক্ষানুরাগী খন্দকার হাফিজ ফারুক, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিহঙ্গের সাধারণ সম্পাদক শাহীনুর আলম লিটন, মানবাধিকার নাট্য পরিষদ’র সভাপতি রুবেল পারভেজ, বাংলা থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হায়দার রাজা, নাট্য নির্মাতা এস এম শাহীন, কৌতুক অভিনেতা হুমায়ূন কবীরী টুকু প্রমুখ।

শৈলকুপায় ছোট ভাইয়ের লাঠির আঘাতে বড় ভাই নিহত

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গাছের সুপারি পাড়া নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে ছোট ভাইয়ের লাঠির আঘাতে বড় ভাই নিহত হয়েছে।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মজিবুল ইসলাম (৪৫) ওই গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার দুপুরে মজিবুল ইসলাম বাড়ির একটি সুপারি গাছ থেকে সুপারি পাড়ে। এই নিয়ে শনিবার দুপরে তার ছোট ভাই রবিউল ইসলামের সাথে বাক-বিতন্ডা হয়। এক পর্যায়ে মজিবুলের পরিবারের সাথে রবিউলের পরিবারের সদস্যদের মারামারি শুরু হয়।

সেসময় রবিউলের লাঠির আঘাতে মজিবুল ও তার স্ত্রী ও ছেলে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিতে গেলে পথেই মারা যায় মজিবুল। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর রবিউল পালিয়ে গেলেও তার স্ত্রী মিলি খাতুনকে আটক করে রেখে পুলিশে সোপর্দ করে এলাকাবাসী।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, ভাইয়ের লাঠির আঘাতে ভাই নিহত হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এলাকাবাসী ঘাতকের স্ত্রীকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে। ঘাতক রবিউলকে আটকে অভিযান চলছে।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ দাওয়াত

দিয়ে সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দেয়ার অভিযোগ

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে আন্তঃক্যাডেট কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের দাওয়াত দিয়েও অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে না দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ঝিনাইদহের সংবাদকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষুব্ধ সংবাদকর্মীরা জানান, গত ১০ অক্টোবর ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে আন্দঃক্যাডেট কলেজ ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে জেলার কয়েকজন সংবাদকর্মীকে আমন্ত্রণ জানায় ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও কলেজ কর্তৃপক্ষ ও যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিন জন তিন দিন করে তদন্ত করে চিঠি করে দাওয়াত দেওয়া হয় সাংবাদিকদের। পরে প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ১৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার। সমাপনী অনুষ্ঠানেও সাংবাদিকদের চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমন্ত্রণপত্র পেয়ে দুপুরে সংবাদকর্মীরা ক্যাডেট কলেজ গেটে উপস্থিত হন। এ সময় সাংবাদিকদের প্রবেশের অনুমতি নেই, জানিয়ে তাদের কে ক্যাডেট কলেজ ছাড়তে বলা হয়। এ ঘটনায় জেলার সংবাদকর্মীদের মাঝে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি বাংলাভিশনের জেলা প্রতিনিধি আসিফ ইকবাল মাখন বলেন, বিষয়টি অত্য দুঃখজনক। সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে না দেয়ার ঘটনায় নিন্দা জানাই। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের কাছে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। সেই সাথে ক্যাডেট কলেজের সকল সংবাদ বর্জনের ঘোষণাও দেন।

এদিকে জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এনটিভির স্টাফ রিপোর্ট মিজানুর রহমান জানান, কলেজ কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের দাওয়াত দেওয়ার আগে বিভিন্নভাবে তদন্ত করে চিঠি দিয়ে দাওয়াত দিয়েছে। এরপর সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে না দেওয়া অত্যান্ত দুঃখজন। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। অবশ্যই সাংবাদিকদের সাথে এমন আচরণের ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জোর দাবি জানাচ্ছি। এ বিষয়ে জানতে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে অ্যাডজুটেন্টের সঙ্গে কথা বলুন। আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি আমার জানা নেই।